চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২২.৪.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি-

চসিক শিক্ষার্থীদের জন্য মেধাবৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, চসিক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্বচ্ছল কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য মেধাবৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, "অস্বচ্ছল অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। এরপর সেই তালিকা অনুযায়ী তাদের সহায়তায় এসব শিক্ষার্থীদের জন্য মেধাবৃত্তির একটি টেকসই কাঠামো গড়ে তোলা হবে।"মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) নগরীর টাইগারপাস এলাকায় অবস্থিত প্রধান নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ও গভর্নিং কমিটির যৌথ সভায় সভাপতির বক্তব্যে মেয়র এ কথা বলেন। সভায় তিনি আরও বলেন, "আমরা চাচ্ছি সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষার্থীরা শুধু ভালো ফলাফল করুক তা নয়, তারা যাতে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবেও গড়ে ওঠে। এজন্য স্কুলে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং কোনো শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে তার সঠিক কারণ খুঁজে বের করতে হবে। কিশোরগ্যাং, মাদকাসক্তি ও ইভটিজিংয়ের মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখতে স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজসেবকদের সমন্বয়ে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।"সভায় অংশগ্রহণকারী চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাঠানটুলী খান সাহেব সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাগমনিরাম আবদুর রশীদ সিটি কর্পোরেশন বালক উচ্চ বিদ্যালয় এবং কাট্টলী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ। সভায় প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, শিক্ষা কর্মকর্তা মোছাম্মৎ রাশেদা আক্তার এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।মেয়র বলেন, "নগরবাসীর সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার। চসিক পরিচালিত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাই। প্রয়োজন হলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। আমাদের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।"সভায় ম্যানেজিং ও গভর্নিং কমিটির সদস্যবৃন্দ চসিক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা জোরদারে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, শিক্ষক সংকট নিরসনে শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াসুবিধা সম্প্রসারণে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য মেয়রের প্রতি অনুরোধ জানান। তারা বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এসব মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা গেলে শিক্ষার পরিবেশ আরও উন্নত হবে এবং শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হবে।সভায় মেয়র বিদ্যালয় পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সবাইকে আহ্বান জানান। মেয়রের বক্তব্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টদের মধ্যে আশাবাদের সঞ্চার হয় এবং তারা সম্মিলিতভাবে চসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

জলাবদ্ধতা নিরসনে সব সেবা সংস্থাকে একসাথে কাজ করতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম নগরীতে জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেছেন, "আর যেন কোনো মায়ের বুক খালি না হয়ড়এই অঙ্গীকারে আমরা সবাই মিলে একটি নিরাপদ ও সবুজ শহর গড়তে একযোগে কাজ করব।"মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন সেবা সংস্থার সঙ্গে এক সভায় সভাপতির বক্তব্যে মেয়র এসব কথা বলেন।মেয়র বলেন, "নগরের নালা ও খালগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। কোথাও ম্যানহোলের ঢাকনা নেই, কোথাও স্ল্যাব মিসিংড়এসব সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করতে হবে। চসিকের ছয়টি জোনের নির্বাহী প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ওয়ার্ডে কোথায় কোথায় এই সমস্যাগুলো রয়েছে তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।"

সভায় মেয়র জানান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেড, বন্দর কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন, “যদিও কিছু জায়গা সরাসরি কোনো সংস্থার আওতায় পড়ে না, তবুও নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেগুলোতে কাজ করতে হবে। যেমন আগ্রাবাদের বক্স কালভার্টে আমরা পানি উন্নয়ন বোর্ডকে অনুরোধ করেছি কাজ করার জন্য।”একই সঙ্গে মেয়র ফায়ার সার্ভিস ও সিএমপির কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, “গত কয়েকদিন ধরে সিএমপি যেভাবে অবৈধ অটোরিকশা জব্দ করেছে, তা প্রশংসনীয়। এই অটোরিকশাগুলোই অনেক দুর্ঘটনার কারণ। ফায়ার সার্ভিসও সম্প্রতি দুর্ঘটনাস্থলে দ্রুত উপস্থিত হয়ে উদ্ধার তৎপরতায় ভূমিকা রেখেছে।”

মেয়র জানান, সাম্প্রতিক এক দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে চসিক সচিবকে, সদস্য করা হয়েছে প্রধান আইন কর্মকর্তা, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তাকে এবং সদস্য সচিব প্রধান প্রকৌশলীকে। সাত দিনের মধ্যে তারা রিপোর্ট দেবেন।মেয়র বলেন, “শপথ গ্রহণের পর গত ছয় মাসে নগরীর সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছি। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে ইনশাআল্লাহ সম্মিলিতভাবে কাজ করে জলাবদ্ধতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করব এবং চট্টগ্রামবাসীকে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হব। মেয়র আরও বলেন, “জলাবদ্ধতা নিরসনে চসিক, সিডিএ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ফায়ার সার্ভিস, ওয়াসা, নেভি ও সেনাবাহিনীসহ সব সংস্থা একসঙ্গে কাজ করছে। বিশেষ করে বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের সীমানার বাইরেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।”মেয়র বলেন, নগরবাসীর অভিযোগ ও পরামর্শ সহজেই গ্রহণের জন্য ‘আমাদের চট্টগ্রাম’ নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ অ্যাপে যে কেউ নালা-নর্দমা, ম্যানহোল ঢাকনা, ডাস্টবিন বা খালের সমস্যাসংক্রান্ত ছবি আপলোড করে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন। তিনি বলেন, “এই অ্যাপের মাধ্যমে আমরা নাগরিক সেবাকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করে তুলতে চাই।”পাহাড় কাটা ও ঝুঁকিপূর্ণ বসবাস প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, “আমরা জিরো টলারেন্স নীতিতে পাহাড় কাটার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি। ইতোমধ্যে পাহাড় কাটা বন্ধে অভিযান শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বর্ষার আগে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী পরিবারগুলোকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে।”তিনি জানান, জলাবদ্ধতা প্রতিরোধে প্রতিটি ওয়ার্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক কর্মকর্তারা স্ল্যাব ও ম্যানহোল ঢাকনার অনুপস্থিতি চিহ্নিত করছেন। এসব স্থানে দ্রুত সংস্কার কাজ শুরু করা হবে।নগরবাসীর সচেতনতাকে জলাবদ্ধতা মোকাবিলার অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে উল্লেখ করে মেয়র বলেন, “ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি ও নালায় পলিথিন ফেলা নগর ব্যবস্থাপনার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন থাকতে হবে। শহরকে নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এটা আমাদের শহর, আমাদের দায়িত্ব। চট্টগ্রামকে পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও জলাবদ্ধতামুক্ত রাখার এই যাত্রায় সকল নাগরিককে পাশে চাই।”তিনি আরও জানান, সম্প্রতি নগরীতে ব্যাটারিচালিত রিকশার অনিয়ন্ত্রিত চলাচল রোধে কয়েক হাজার রিকশা জব্দ করা হয়েছে। নগর শৃঙ্খলা রক্ষায় এ ধরনের পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।তিনি জানান, নগরীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে পাওয়ার চায়নার মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্ভাব্য অংশীদারত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান ২১টি খাল পুনঃখনন ও সংস্কারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এসেছে যে, সিটি কর্পোরেশন অনুমোদন দিলে এবং অর্থায়ন নিশ্চিত করা হলে তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পেলে সরাসরি খাল সংস্কারের কাজ শুরু করতে প্রস্তুত।তবে মেয়র উল্লেখ করেন, বর্ষাকাল আসন্ন হওয়ায় বর্তমানে খাল সংস্কারের মতো সময়সাপেক্ষ কাজ নয়, বরং জরুরি ভিত্তিতে খাল ও ড্রেনসমূহ পরিষ্কারের কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এটি একটি মাধ্যমিক স্তরের প্রকল্প হিসেবে বর্ষাকালের পরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাখা হয়েছে।তিনি আরও বলেন, “আমরা এখন প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছি বর্ষাকালের জলাবদ্ধতা মোকাবিলা। এজন্য খাল পরিষ্কার ও ড্রেন ব্যবস্থাপনার কাজ জোরদার করা হয়েছে।”একইসঙ্গে মেয়র জানান, ময়লাকে সম্পদে রূপান্তরের জন্যও একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। সলিড ওয়েস্ট থেকে বায়োগ্যাস, সার বা জ্বালানিতে রূপান্তরের মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডস, জাপান, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন এবং সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। মেয়র আশাবাদ ব্যক্ত করেন, “আমরা সব দিক বিবেচনা করে এমন প্রতিষ্ঠান বেছে নিচ্ছি যারা দ্রুত কাজ বাস্তবায়নে সক্ষম। সময় দিলে আমরা একটার পর একটা সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবো।”সভায় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে চসিকের কর্মকর্তাবৃন্দ, মেয়রের জলাবদ্ধতা বিষয়ক উপদেষ্টা শাহরিয়ার খালেদসহ সিডিএ, সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেড, মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, ওয়াসা, বন্দর, পরিবেশ অধিদপ্তর, পানির উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন সেবা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

চট্টগ্রামে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সম্মিলিত কৌশল নির্ধারণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কৌশল নির্ধারণে আন্তর্জাতিক মানবিক চিকিৎসা সংস্থা মেডিসিনস সান ফ্রন্টিয়ারস (ডক্টরস উইদাউট বর্ডার) এর আয়োজনে একটি দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। "ডেঙ্গু প্রতিরোধ কৌশল উন্নয়ন কর্মশালা” (উবহমঁব ওহঃবৎবহঃরড়হ ঝঃৎধঃবমু উবাবষড়ঢ়সবহঃ ডড়ৎশংযড়ঢ়) শীর্ষক এই কর্মশালাটি মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় র‍্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউ হোটেলে।আরও উপস্থিত ছিলেন অং শু প্রু মারমা, ডিভিশনাল ডিরেক্টর, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তসলিম উদ্দিন, চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, চসিকের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. ইমাম হোসেন রানা, প্রধান পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা কমান্ডার ইফতেখার উদ্দীন, ম্যালেরিয়া এন্ড মসকিউটো কন্ট্রোল অফিসার মোহাম্মাদ শরিফুল ইসলাম মাহি, জাহাঙ্গীর আলম, সিভিল সার্জন, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল, বিআইটিআইডি, ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশান, চট্টগ্রাম ভেটেরনারি এন্ড অ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি সহ

মেডিসিন্স স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্সের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রমুখ।এসময় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “ডেঙ্গু একটি মশাবাহিত ভাইরাসজনিত রোগ, যা তীব্র জ্বর, মাথাব্যথা, গা-হাঁপানি, বমি এবং চোখের পেছনে ব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ তৈরি করে। অনেক সময় এটি মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে। এজন্য ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।”তিনি আরও বলেন, “ডেঙ্গু প্রতিরোধের মূল কৌশল হলো মশার বিস্তার রোধ করা। এ জন্যই আমরা ‘ক্লিন, গ্রিন অ্যান্ড হেলদি সিটি’ ধারণাকে সামনে রেখে কাজ করছি। নগরের প্রতিটি ওয়ার্ডে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। জমে থাকা পানি, পরিত্যক্ত বোতল বা নারকেলের খোল ইত্যাদিতে মশার লার্ভা জন্মায়, তাই এসব পরিত্যক্ত বস্তু দূর করাও অত্যন্ত জরুরি।”তিনি বলেন, “ডেঙ্গু প্রতিরোধে ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা চললেও এখনো তা গণহারে প্রযোজ্য নয়। তাই, প্রতিরোধই সর্বোত্তম কৌশল। মশার কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি মশার বিস্তার রোধে সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন।”মেয়র জোর দিয়ে বলেন, “ডেঙ্গু মোকাবিলায় কেবল স্বাস্থ্য বিভাগ নয়, নগরবাসী, কমিউনিটি ও শিক্ষার্থীসহ সবাইকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করি, তবে ডেঙ্গুর মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব।”অংশগ্রহণকারী চিকিৎসক, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা নগরবাসীর জন্য একটি সমন্বিত ও টেকসই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কৌশল তৈরির উপর জোর দেন।

চসিকের ভেজাল বিরোধী অভিযান বেকারিসহ চার প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা এর নেতৃত্বে আজ নগরীর স্টেশন রোডে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালিত হয়।অভিযানে অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে বিরানী এবং বেকারি পণ্য প্রস্তুত ও বিক্রি, মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য সংরক্ষণ ও বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহার করা, প্রতিষ্ঠানের সামনে ময়লা জমা রাখা ও ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনা করার অপরাধে পুরাতন রেলস্টেশন সংলগ্ন নুর এ হাবীব বিরানী হাউসকে ৪০ হাজার, বানিয়াটিলার পূরবী বেকারি কারখানাকে ৪০ হাজার, প্রাইম ফুড বেকারি কারখানাকে ১১ হাজার ও নোয়াব ডিপার্টমেন্টাল স্টোরকে ১ হাজার টাকা সহ সর্বমোট ৯২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮